প্রকাশকের কথা

ইবলিসের চ্যালেঞ্জের মাধ্যমেই লড়াইটা শুরু হয়েছিল। আজ অবধি সে লড়াই অব্যাহতভাবে চলছে। তখন থেকে এখন, ইবলিস তার মিশনে সদা তৎপর। জাহেলিয়াতের সমস্ত উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে মানুষদের ঈমানচ্যুত করার প্রচেষ্টা চলেছে, চলছে। তবুও ইসলাম তার আপন মহিমায় ফুলেল সৌরভ বিলিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি মাটিতে। স্বভাব বৈশিষ্ট্য দিয়ে ইসলাম ঈমানদারদের বিশ্বাসের ভিত্তিকে কেবল সুদৃঢ়ই করেনি; একইসাথে অবিশ্বাসীদের চিন্তার সাগরেও ঢেউ তুলেছে তুমুল বেগে। দুনিয়ার সকল তন্ত্র-মন্ত্র-আদর্শ ইসলামের পতাকাতলে লুটিয়ে পড়েছে অনিবার্যভাবে। আধুনিক সভ্যতার মোড়কে চাকচিক্যময় দুনিয়ার কৃত্রিম আলোকোজ্জ্বল উপস্থাপনাও জাহেলিয়াতকে রক্ষা করতে পারছে না। শান্তির সন্ধানে দিগ্‌ভ্রান্ত লাখো মুসাফির পরম আশ্রয় হিসেবে ইসলামের বর্মই পরিধান করছে। এ যেন মরুর বুকে তৃষ্ণার্ত পথিকের শীতল পানির সন্ধান পাওয়া!

'*দ্যা রিভার্টস : ফিরে আসার গল্প*' বইয়ে আমরা এমনই তৃষ্ণার্ত ১৩ জন মানুষের ইসলামের পতাকাতলে প্রশান্তি খুঁজে পাওয়ার গল্প পড়ব। বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের ভাই-বোনদের হৃদয়ের হাহাকার দেখব। ইসলামের কোন সম্মোহনী শক্তি তাদের টেনে ধরল, কোন সে পরশপাথর তাদের হৃদয়কে বিগলিত করল, কী তাদের ইসলাম গ্রহণের মতো এত বড়ো সিদ্ধান্ত নিতে স্পৃহা যোগাল- প্রতিটি গল্পে তার উত্তর পাবেন ইনশাআল্লাহ। অবিশ্বাসীরা প্রতিটি গল্পের সাথে নিজেদের জীবনধারা মিলিয়ে নিতে পারবেন। আমরা বিশ্বাসীরাও হৃদয় থেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব, জন্মসূত্রে কত মূল্যবান পরশমণি পেয়েছি।

সামছুর রহমান ওমর ও কানিজ শারমিন দম্পতিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই। বইটি নিয়ে উভয়ই অনেক শ্রম দিয়েছেন। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পগুলো সাজিয়েছেন। এই বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে '*গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স*' অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের হৃদয় স্পর্শ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত হোক প্রতিটি প্রাণ।

মাআসসালাম
নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সংস্কার থেকে হয় সংস্করণ।

মানুষ ঘর বানায়, বাড়ি বানায়। মনের মতো করে প্রাসাদ তৈরি করে। সময়ের পরিক্রমায় সেই সব ইমারতের সংস্কার হয়। অঙ্গ-সজ্জায় পরিবর্তন আসে। মানুষের রুচি বদলায়। সেইসাথে বদলায় বাড়ির কাঠামো।

বইয়ের ক্ষেত্রে হয় সংস্করণ। কোনো একটা সময়ে একটা বই লেখা হয়। কালে কালে তাতে নতুন নতুন তথ্য সংযোজন বিয়োজনের প্রয়োজন দেখা দেয়। লেখক/প্রকাশক বইটাকে নতুন করে পরিমার্জনের প্রয়োজন অনুভব করেন। বাক্য বিন্যাস, যতি চিহ্নে পরিবর্তন আসে। ভুল-ত্রুটি শুদ্ধ করা হয়। অঙ্গ-সজ্জা, কাঠামোর খোলনলচেতে বদল আসে।

আলহামদুলিল্লাহ! *দ্যা রিভার্টস : ফিরে আসার গল্প* প্রকাশের পর আমরা পাঠকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছি। যারা বইটি পড়েছেন তারা তাদের ভালো লাগার কথা জানিয়েছেন। অনেকে জানিয়েছেন, তাদের বাবা-মা, স্বামী কিংবা স্ত্রী দিন-রাত ভুলে বইটি পড়েছেন। অনেকে হারিয়ে যাওয়া বই পড়ার অভ্যাস ফিরে পেয়েছেন।

অনেকে কেঁদেছেন। ফিরে-আসা মানুষদের গল্প পড়ে আপ্লুত হয়েছেন। নিজের আত্ম-অনুসন্ধানে নতুন করে উৎসাহী হয়েছেন। স্রষ্টার পদতলে নুয়ে পড়েছেন সিজদায়, অপরিসীম কৃতজ্ঞতায়।

অনুবাদক হিসেবে সাধারণ পাঠকের এই অভিব্যক্তি আমাদেরকেও ছুঁয়ে যায়। সাহস যোগায়, অনুপ্রাণিত করে। আগামী দিনগুলোতে আরও ভালো কিছু করার জন্য আমরা উৎসাহ খুঁজে পাই।

এই সংস্করণে আমরা চেষ্টা করেছি, বইটিকে আরও প্রাঞ্জল ও সাবলীল করে তোলার জন্য। বেশ কিছু গল্পে বাক্য বিন্যাস ও যতিচিহ্নে পরিবর্তন এসেছে। 'পথহারা এক মুসাফির' গল্পে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় গোটা একটা প্যারা বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি 'মক্কার পথে' 'এক পপস্টারের আত্মকাহিনি' 'MTV থেকে মক্কা' গল্পে নতুন করে কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে। আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বইতে কিছু বানান বিভ্রাট ছিল। সেগুলো ঠিক করা হয়েছে। সচেতন পাঠক আগের সংস্করণের সাথে মিলিয়ে দেখলে পরিবর্তনগুলো টের পাবেন। আশা করি, বইটির এই সংস্করণ পাঠকের কাছে আগের চাইতে আরও বেশি সুখপাঠ্য মনে হবে।

মহান রবের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টাকে কবুল করেন। এই বইয়ের লেখক, পাঠক, প্রকাশক সবাইকে তাঁর রহমতের ছায়ায় আবৃত রাখেন।

সূচিপত্র

বন্দি থেকে মুসলিম..... ১৩
ইভন রিডলি

আমি ইউসুফ এস্টেস বলছি..... ৪৩
ইউসুফ এস্টেস

আসুন বলি 'আলহামদুলিল্লাহ'..... ৬০
লরেন বুথ

জীবনের মানে খুঁজতে গিয়ে..... ৬৮
আব্দুর রহিম গ্রিন

রহস্যময় কুরআন..... ৮৯
ড. জেফরি ল্যাং

বৌদ্ধ থেকে আলোর পথে..... ১০৩
হুসাইন ইয়ি

মসজিদ ভাঙা হাত আজ মসজিদ গড়ার কারিগর ১০৮
মুহাম্মাদ আমির

শৈলেশের গল্প.....১২০
সালাহ উদ্দিন প্যাটেল

পথহারা এক মুসাফির..... ১৩০
ইউসুফ চেম্বারস

কমিউনিজমের হাত ধরে..... ১৪০
ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস

মক্কার পথে..... ১৫৫
মুহাম্মাদ আসাদ

এক পপস্টারের আত্মকাহিনি..... ১৬৮
ইউসুফ ইসলাম

MTV থেকে মক্কা..... ১৭৫
ক্রিসটিন বেকার

বন্দি থেকে মুসলিম

ইভন রিডলি

এক

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর।

দিনটার কথা মনে হলেই এক ভয়ংকর দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দু-দুটো প্লেন এক এক করে ঢুকে গেল বিশাল টুইন টাওয়ারের পেটের ভেতর। ভোজবাজির মতো ধ্বসে পড়ল আকাশছোঁয়া দুটো টাওয়ার। জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল অনেক মানুষ। এই ঘটনাই যে আমার জীবনটা এমন করে পালটে দেবে, তা কে জানত!

ও হ্যাঁ, আমার পরিচয়টা আগে দিয়ে নিই। আমার নাম 'ইভন রিডলি'। পেশায় সাংবাদিক। আমি তখন কাজ করতাম লন্ডনের *'সানডে এক্সপ্রেস'* পত্রিকায়।

আমাকে একজন ফোনে বলল, 'জলদি তোমার টিভি ছাড়ো। টুইন টাওয়ারে হামলা হয়েছে। সব চ্যানেল ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছে।' টিভিতে যা দেখলাম, তাতে নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। প্রথমটায় ভাবলাম, এটা বোধ হয় কোনো দুর্ঘটনা। কিন্তু না, আমাকে অবাক করে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি প্লেন সোজা ঢুকে গেল টাওয়ারে। নিমিষেই ধ্বসে পড়ল টুইন টাওয়ার, আমেরিকার অহংকার।

কিছু সময় পর সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল– এটি নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি ছিল পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা। আমি উপলব্ধি করলাম, পেশাগত কারণে খবর সংগ্রহের জন্য আমার খুব দ্রুতই নিউইয়র্ক যাওয়া উচিত।

কিন্তু আমেরিকাগামী সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমেরিকার সীমান্ত। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে আমেরিকাতে ঢোকা এখন খুব কঠিন।

লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে তখন আমেরিকান মানুষদের ভিড়। নিজ দেশে স্বজনদের কাছে ফেরার জন্য সবাই ব্যাকুল। দ্রুত আমেরিকায় ফিরতে সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে তাদেরকেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকেট দেওয়া হচ্ছিল। অনেক চেষ্টায় চার দিন পর আমি নিউইয়র্কগামী প্লেনের টিকিট পেলাম।

বোর্ডিং পাসের জন্য অপেক্ষা করছি। এমন সময় আমার সম্পাদকের ফোন এলো- 'রিডলি!'

আমি তাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলাম, 'জানো, আমি টিকেট পেয়ে গেছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্লেনে উঠতে যাচ্ছি।'

ওপারে কিছু সময়ের নীরবতা।

তারপর উত্তর এলো, 'রিডলি! আমাদের পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। তুমি সোজা পাকিস্তান চলে যাও। তারপর আফগানিস্তান।'

'কী!' আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। 'আফগানিস্তান!'

'হুম! ঘটনার শুরু আফগানিস্তান থেকে। সারা পৃথিবীর চোখ এখন সেদিকেই থাকবে। তোমার যাত্রা শুভ হোক।' লাইনটা কেটে গেল।

আমার বাক্স বোঝাই শীতের কাপড়। আমি দাঁড়িয়ে আছি নিউইয়র্কগামী প্লেনের লাইনে। আমাকে কিনা এখন যেতে হবে মরুর দেশ আফগানিস্তানে। অবিশ্বাস্য!

কী আর করা! আমেরিকার টিকিট বাতিল করে দুবাইয়ের টিকিট কাটলাম। দুবাই হয়ে পৌঁছালাম পাকিস্তানে।

আফগানিস্তানের ভিসা পাওয়ার জন্য আমি তিন-তিনবার চেষ্টা চালালাম। ভিসা পেলাম না। অথচ সংবাদ সংগ্রহের জন্য আফগানিস্তানে না গেলেই নয়। এখন উপায়?

বিবিসি'র সাংবাদিক জন থমসন এক অভিনব বুদ্ধি বের করল।

দুই

জন থমসন একদিন আমার কাছে এসে বলল, 'দেখ! আমি পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছি।' জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরোটাই কালো বোরকায় ঢাকা। সামনে বিরাট এক মূর্তি, অথচ তাঁর শরীরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

তাৎক্ষণিক আমার মাথায় দারুণ বুদ্ধি খেলে গেল। আমি ভাবলাম, 'আরে এরকম বোরকা পরে তো আমিও অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি। তারপর ঢুকে যেতে পারি আফগানিস্তানে। জন থমসন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলে, আমি কেন নয়?'

আমার দুই গাইডের একজন পাকিস্তানি, আরেকজন জন্মসূত্রে আফগান। তাদের সাথে বসে দারুণ এক বুদ্ধি আঁটলাম। ঠিক হলো, আমরা বিয়ে বাড়ির লোক সাজব। আমি থাকব বোরকায় ঢাকা। তারপর কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছি এমন ভাব করে ঢুকে পড়ব আফগানিস্তানে।

যেই ভাবা সেই কাজ।

একদিন আমরা পাকিস্তান সীমান্ত ঘেঁষে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমাদের গাড়ি তখন চলছিল 'খাইবার পাস'[১] দিয়ে। খাইবার পাস পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো গিরি উপত্যকা। দুপাশে পাহাড় আর সবুজ ভূমিঘেরা চমৎকার সব দৃশ্য। আমার ধারণাই ছিল না, খাইবার পাস এত বড়ো! আমি মনে করেছিলাম, এটার দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৩০ গজ হবে। মূলত এর দৈর্ঘ্য ৩৪ মাইল। ইস! কী বোকাই না ছিলাম আমি!

আমার মনে তখন চিন্তার ঝড়। আফগানিস্তান! না জানি সেখানকার মানুষগুলো কেমন? বুশ-ব্লেয়ারের ভাষায় সেখানে 'শয়তানের শাসন' চলছে। মহিলারা চরম নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত জীবনযাপন করছে। অধিকার বলতে তাদের কিছুই নেই। তালেবান শাসকেরা এতই খারাপ, ছোটো বাচ্চাদেরও ঘুড়ি উড়াতে দেয় না।

কিছুদিনের মধ্যে শুরু হবে যুদ্ধ। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ, সবচেয়ে গরিব দেশের ওপর হামলা চালাবে। না জানি সেখানকার মানুষগুলো কী ভাবছে?

হঠাৎ ঝাঁকুনিতে আমার চিন্তার রেশ কেটে গেল। তাকিয়ে দেখি আমাদের গাড়ি থেমে গেছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি 'নো ম্যানস ল্যান্ডে'[২]। একটু দূরেই আফগানিস্তান সীমান্ত।